দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

হরতাল অবরোধে সেশনজট আবার বেড়েছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একের পর এক হরতাল–অবরোধ কর্মসূচীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক একাডেমীক কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৮ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম পত্র পরীক্ষা '৯৫ ও অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ৩০৪ নম্বর কোর্সের পরীক্ষা '৯৪ এবং ১০ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য আইন মাস্টার্সের প্রথম পত্রের বিশেষ পরীক্ষা '৯৩ অনিবার্য কারণবশত স্থগিত ঘোষণা করেছে।

এদিকে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট একটি মারাত্মক সমস্যা। গত সেশনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনায় সেশনজট আগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রায়ই হরতাল ও অবরোধের ফলে সেশনজট পুনরায় বেড়েছে। এতে সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

১৯৯৩ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ছিল ২ বছর ৩ মাস। '৯৫ সালের শেষের দিকে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছিল ১ বছর ৪ মাস। বর্তমানে এক বছরের মত সেশনজট রয়েছে। কর্তৃপক্ষের ধারণা দলমত নির্বিশেষে সকলে আন্তরিকভাবে সহযোগীতা করলে আগামী দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণরূপে সেশনজট মুক্ত করা যাবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নিরসনকল্পে কর্তৃপক্ষ একাডেমীক ক্যালেন্ডার প্রণয়নসহ বেশ কিছু পদ্ধতি এ বছর থেকে চালু করেছে।

কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির হরতাল অবরোধের ফলে নিয়মমত ক্লাস ও পরীক্ষা হতে পারছে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০% ছাত্র–ছাত্রী আবাসিক। বাদবাকী অন্যেরা কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুষ্টিয়া শহরের দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার এবং ঝিনাইদহ শহরের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। প্রায়ই কোন না কোন রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মসূচী থাকায় রাস্তার মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতায় ছাত্র–ছাত্রীদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না।

বিরোধীদলগুলোর হরতাল অবরোধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে ১৯৯৫–৯৬ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তিচ্ছুক ছাত্র–ছাত্রীদের। এদের সংখ্যা ২৮,৫০২। গত ১ জানুয়ারী '৯৬ থেকে ১৮ জানুয়ারী '৯৬ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ ও জমা নেয়া হয়। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। হরতাল অবরোধের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর ছাত্র–ছাত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে আরও কয়েকদিনের মধ্যে। এভাবে হরতাল একের পর এক চলতে থাকলে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও ভর্তি সম্পন্ন করতে বিলম্ব হবে।।